[redacted]

[redacted]

সোনালী ব্যাংক পিএলসি’র মেহেরপুর প্রিন্সিপাল অফিসে নবযোগদানকৃত ডিজিএম ইনচার্জকে শুভেচ্ছা

সোনালী ব্যাংক পিএলসি’র মেহেরপুর প্রিন্সিপাল অফিসে নবযোগদানকৃত ডিজিএম ইনচার্জকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ অক্টোবর) সকাল ১১ টাই সোনালী ব্যাংক পিএলসি মেহেরপুর প্রিন্সিপাল অফিসে নবযোগদানকৃত ডিজিএম ইনচার্জ মো: তৌহিদুল আলমকে সোনালী ব্যাংক পিএলসি’র মেহেরপুর শাখার এজিএম মো: ওবায়দুর রহমান ভুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, এসপিও মুরশিদ আলম, বজলুল হুদা, হাসেম উদ্দিন, নাজমুল হক, জহিরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, পিও আব্দুল্লাহ আল মাসুম, দেবজ্যোতি রায়, আলী হায়দার, এসওআইটি রাকিবুল হাসানসহ এ সময় ব্যাংকের কর্মকর্তারা নবাগত ডিজিএম ইনচার্জকে স্বাগত জানান এবং তার দায়িত্ব পালনে সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, সোনালী ব্যাংক পিএলসি মেহেরপুরের বিভিন্ন শাখার ম্যানেজার এবং অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মেহেরপুরে মহিলা দলের মিছিল ও সমাবেশ

দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র এবং পরিকল্পিতভাবে দেশে অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মিছিল ও

সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুর মন্ডপে মন্ডপে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

আর মাত্র কয়েক দিন বাকি, তারপরই শঙ্খধ্বনি আর ঢাকের তালে মর্ত্যে আগমন ঘটবে দেবী দুর্গার। তাই ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার প্রতিটি পূজা মন্ডপে এখন দম ফেলার ফুরসত নেই মৃৎশিল্পীদের। দিনরাত এক করে তারা প্রতিমায় দিচ্ছেন শেষ তুলির আঁচড়।

সরজমিনে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে দেখা গেছে, মাটির কাজ শেষ। এখন চলছে রঙের খেলা। কেউ ব্যস্ত দেবীর অপরূপ চোখ আঁকতে, কেউবা ব্যস্ত পরনের শাড়িতে নকশা তুলতে। রঙের ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরে পাচ্ছে এক একটি প্রতিমা।

প্রবীণ মৃৎশিল্পী নাড়ু গোপাল বলেন, “৩০ বছর ধরে প্রতিমা বানাই। এই সময়টা আমাদের ঈদের মতো। এবার ১০টি প্রতিমার কাজ পেয়েছি। সময়মতো ডেলিভারি দিতে রাতদিন কাজ করে যাচ্ছি।”

উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, এবার উপজেলায় ৩৩টি মন্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রদীপ্ত রায় দীপন বলেন, “শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে উদযাপনের জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি মন্ডপে পুলিশ আনসারসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কেউ যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে সেজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সার্বক্ষণিক মাঠে থাকবে।”

মুজিবনগরে দুর্গাপূজার প্রস্তুতিমূলক সভা

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৬ শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগরে পূজামণ্ডপগুলোর নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপের সার্বিক নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের নিরাপদ চলাচল এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২০২৬ সালে মুজিবনগর উপজেলায় মোট সাতটি পূজামণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এসব পূজামণ্ডপে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন পরিবেশে পূজা উদযাপন নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

সভায় পূজামণ্ডপগুলোর সার্বিক নিরাপত্তা, স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং পূজা চলাকালে সম্ভাব্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

একই সঙ্গে পূজা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে পারস্পরিক সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে পূজার সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া পূজামণ্ডপ পরিচালনা কমিটি, পূজা উদযাপন পরিষদ, স্বেচ্ছাসেবক, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সভায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুপায়ন দেবের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফয়েজুর

রহমান ফয়েজ, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, উপজেলা জামায়াতের আমির খানজাহান আলী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমানসহ উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা, উপজেলা বিজিবি কমান্ডার, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিব এবং মুজিবনগর উপজেলার সাতটি পূজামণ্ডপের পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা।

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন করতে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, পূজা উদযাপন পরিষদ, মণ্ডপ পরিচালনা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক এবং সর্বস্তরের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।

মেহেরপুরে মাদ্রাসায় জমি বিরোধে সংঘর্ষ, আতঙ্কে শিক্ষার্থী-অভিভাবক

মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সবুজ ছায়া ইসলামিয়া মাদ্রাসায় হামলা ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের করা মামলা আদালত খারিজ করে দিলেও তারা বিরোধ অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার সকালে মাদ্রাসায় গিয়ে গণ্ডগোল ও মারধর করা হয়।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘোষপাড়ায় ক্রয় করা জমির ওপর সবুজ ছায়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে সেখানে স্থায়ী ভবন

নির্মাণের কাজ শুরু করলে প্রতিপক্ষ বাধা দেয়। এ নিয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করা হয়। চলতি বছরের ১৪ মে আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন।

মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আমিরুল ইসলাম বলেন, আদালতের সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে যাওয়ার পরও প্রতিপক্ষ বিভিন্নভাবে জমি ও নির্মাণকাজে বাধা দিয়ে আসছে। মঙ্গলবার সকালে মাদ্রাসায় এসে তারা গণ্ডগোল ও মারধর করলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সবুজ ছায়া ইংলিশ ভার্সন স্কুল ও মাদ্রাসার পরিচালক আফরোজা ইসলাম বলেন, ‘এহিয়া খন্দকারের ছেলে আব্দুর রশীদ, আব্দুস সাত্তারসহ কয়েকজন নারী আমাদের প্রতিষ্ঠানে হামলা চালান। ওই সময় অনেক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গেও তারা খারাপ আচরণ করেন। এমনকি শিশুদের সামনে তারা বঁটি নিয়ে মারতে আসেন। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আদালতের রায় না মেনে তারা জোর করে আমাদের নির্মাণকাজে বাধা দিচ্ছেন।’

অভিভাবক সোহাগ খন্দকার বলেন, ‘মাদ্রাসায় এমন ঘটনা দেখে আমার ছেলে ভয় পেয়ে যায়। সে কান্নাকাটি করছিল। পরে তার মা আমাকে ফোন দিলে আমি দ্রুত এসে পরিস্থিতি দেখি।’

আরেক অভিভাবক মোছা. নিশি বলেন, ‘আমার ছেলে অনেক ভয় পেয়েছে। আমিও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। এভাবে চলতে থাকলে এখানে ছেলেকে পড়ানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে চিন্তায় আছি।’

এদিকে, ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে পুলিশ উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এটি জমি সংক্রান্ত বিরোধ হওয়ায় উভয় পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

মেহেরপুরে শিশু অধিকার দিবস ও শিশু একাডেমির ৫০ বছর পূর্তি

উদযাপন

শিশু অধিকার দিবস ২০২৬ ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শিশু অধিকার দিবস ২০২৬ ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। এতে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিশুরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভুবন চন্দ্র হালদার ও কাজী নৌরীন ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ মাসুদ, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন, শাকির আহমেদ, পুলিশ পরিদর্শক আনিসুর রহমান, এনএসআইয়ের সহকারী পরিচালক জাহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা মিরাজুল ইসলাম, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) বুলবুলি খাতুন, পিটিআইয়ের ইনস্ট্রাক্টর আবুল কালাম আজাদ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) তৌহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ এবং আইসিটি কর্মকর্তা সুব্রত কুমার।

এ সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিশুরাও উপস্থিত থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ করে।

মেহেরপুরের মল্লিক পাড়ায় অসমাপ্ত ড্রেনের কাজ, ভোগান্তিতে বাসিন্দারা

মেহেরপুর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মল্লিক পাড়ায় নতুন ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছিল। তবে নির্মাণকাজ চলার একপর্যায়ে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অসমাপ্ত ড্রেন ও খুঁড়ে রাখা গর্ত এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কাজ বন্ধ থাকায় ৩০ থেকে ৪০টি পরিবারের বসতবাড়ির সামনে তৈরি হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি। খোলা ড্রেন ও গর্তে যেকোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কার পাশাপাশি বাড়ছে মশার উপদ্রব।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক মাস আগে এলাকায় নতুন ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কাজ চলার সময় রাস্তার পাশের মাটি খুঁড়ে ড্রেন তৈরি করা হয়। তবে নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ ওঠার পর পৌরসভা কাজ বন্ধ করে দেয়। এরপর আর কাজ শুরু না হওয়ায় ড্রেনটি অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। খুঁড়ে রাখা হয়েছে রাস্তার পাশের বড় অংশও।

সরেজমিনে দেখা যায়, মল্লিক পাড়ার সরু রাস্তার একপাশে নির্মাণাধীন ড্রেন। ড্রেনের পাড় তৈরি হলেও কিছু কিছু অংশের ওপর খোলা রয়েছে। কয়েকটি বাড়িতে যাতায়াতের জন্য ড্রেনের ওপর কাঠের তক্তা দিয়ে অস্থায়ীভাবে পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তার পাশের মাটি সরে যাওয়ায় চলাচলের জায়গাও সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এ অবস্থায় শিশু ও বয়স্কদের চলাচলে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে রাতে খোলা ড্রেন ও গর্ত দেখা যায় না। সামান্য অসাবধানতায় যে কেউ পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। একই সঙ্গে ড্রেনের ভেতর ও আশপাশে পানি জমে থাকায় মশার উপদ্রবও বেড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. সামসুল আলম বলেন, “দুই মাস ধরে ড্রেনের কাজ হচ্ছে। এই দুই মাস ধরে রাস্তা খুঁড়ে রাখা হয়েছে। রাস্তার দুই পাশে খুঁড়ে রেখে দেওয়ায় চারদিকে পানি জমে মশা হচ্ছে। আমরা বাড়িতে বসবাস করতে পারছি না। এ বিষয়ে পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ারকে জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পাশ দিয়ে যেতে গেলে মাঝে মাঝে

মাটি ভেঙে পড়ে। মোটরসাইকেল নিয়ে বের হতে গিয়ে আমি নিজেও পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলাম।”

হৃদয় হাসান বলেন, “রাস্তার দুই পাশে এভাবে খুঁড়ে রেখে দেওয়ায় বেহাল অবস্থা। ড্রেন করার পরও মাটি দিয়ে ভরাট করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনকি ড্রেন তৈরি হওয়ার আগেই সেটি ভেঙে যাচ্ছে। এই ড্রেন হওয়ার থেকে না হওয়াই ভালো ছিল আমাদের।”

মোহাম্মদ গৌশল আজম বলেন, “ড্রেনের কাজ শেষ না করে যত্রতত্র ফেলে রেখে গেছে। যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শিশুরা খেলতে গিয়ে যেকোনো সময় গর্তে পড়ে যেতে পারে। আমরা দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চাই।”

সিদ্দিকুর রহমান বলেন, “আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তার পাশে ড্রেনের কাজ হয়েছে। কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে গেছে। এতে মানুষের চলাচলে যেমন বিঘ্ন ঘটছে, তেমনি ছোট শিশু ও বয়স্ক সবাই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।”

স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজ বন্ধ থাকলেও খুঁড়ে রাখা ড্রেন ও গর্ত নিরাপদ করার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করতে হচ্ছে তাদের।

ভুক্তভোগী বাসিন্দারা দ্রুত নির্মাণাধীন ড্রেনের কাজ শেষ করা অথবা কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খুঁড়ে রাখা অংশ নিরাপদভাবে বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মাসুদ রানা বলেন, “সমস্যার সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে, সে ব্যবস্থা আমরা নিয়ে নেব। যতদিন ঠিকাদারের কাজ শেষ না হবে, ততদিন সমস্যার সমাধানে ড্রেনের আশপাশ মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।”

কাজটির ঠিকাদার মো. জুম্মান বলেন, “আর্থিক সমস্যার কারণে কাজটি বর্তমানে বন্ধ আছে। চলমান কাজ হওয়ায় ড্রেনের পাশে মাটি দেওয়া হয়নি। তবে আগামী সোম বা মঙ্গলবারের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে।”

শিশুর অধিকার রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব

“শিশুরা কোনো বোঝা নয়, তারাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। প্রতিটি শিশুর শিক্ষা, নিরাপত্তা, সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা ও নিজের অধিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। একটি শিশুও যেন নির্যাতন, অবহেলা, বৈষম্য ও শিশুশ্রমের শিকার না হয় এ বিষয়ে পরিবার ও সমাজকে আরও সচেতন হতে হবে।”

সোমবার বিকেলে গুড নেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের আয়োজনে শিশু অধিকার বিষয়ক প্রচারাভিযানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

তিনি আরও বলেন, “আমরা এখানে এসে প্রথমেই বৃক্ষরোপণ করেছি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। একটি গাছ শুধু আমাদের অক্সিজেনই দেয় না, এটি পরিবেশকে শীতল রাখে, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে এবং জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই প্রত্যেককে বেশি বেশি গাছ লাগানোর পাশাপাশি লাগানো গাছের পরিচর্যা ও সংরক্ষণেও দায়িত্বশীল হতে হবে।”

এডুকেশন, প্রোটেকশন অ্যান্ড হেলথ টিম, পিআইডি হেড অফিস, গুড নেইবার্স বাংলাদেশের টিম ম্যানেজার মিঃ কর্নেল কস্তা, গুড নেইবার্সের ভলান্টিয়ার সভাপতি আছিয়া খাতুন ও সদস্য পূজা মণ্ডলের সাবলীল ও মনোমুগ্ধকর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুপায়ন দেব বলেন, “শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা শুধু পরিবারের দায়িত্ব নয়; সমাজের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। আজকের শিশুকে নিরাপদ, শিক্ষিত ও মানবিক পরিবেশ দিতে পারলেই আগামী দিনে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব।”

অনুষ্ঠানে শিশু অধিকার রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুশ্রম ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফয়েজুর রহমান ফয়েজ, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর, কমিউনিকেশন অ্যান্ড পার্টনারশিপ টিম, আরডিডি, হেড অফিস, গুড নেইবার্স বাংলাদেশের টিম ম্যানেজার এমডি আল ইমরান মঞ্জু, মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন, মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, মুজিবনগর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সিডিপি সভাপতি জহুরুল ইসলাম এবং শিশু পরিষদের সদস্য মৌমিতা আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিশুশ্রম বিষয়ক স্বাগত বক্তব্য দেন গুড নেইবার্স মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার বিপুল রেমা।

এর আগে গুড নেইবার্স অফিস চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসকসহ অন্যান্য অতিথিরা।

শিশু অধিকার বিষয়ক প্রচারাভিযানে বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গুড নেইবার্সের ভলান্টিয়াররা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

“শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানো: পেশা সুরক্ষা, এর মর্যাদা বৃদ্ধি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ গঠনে ৬০ বছর”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৬।

দিবসটি উপলক্ষে সোমবার সকাল ১১টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে উপজেলা মাধ্যমিক